সাইয়েদ
আবুল আ'লা
মওদূদী

আদর্শ মানব

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
অনুবাদ ঃ আব্বাস আলী খান

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০
ফোন : ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ১৩৮

৮ম প্রকাশ

শাবান ১৪২৯
ভাদ্র ১৪১৫
আগস্ট ২০০৮

বিনিময় : ১০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০

سرور عالم کا اصلی کارنامه اور سرور عالم-এর বাংলা অনুবাদ

ADARSHA MANAB by Sayyed Abul A'la Moududi. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 10.00 Only.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আদর্শ মানব

আজ সেই বিরাট মহাপুরুষের জন্মদিন, যিনি সমগ্র মানব জাতির জন্য রহমত স্বরূপ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি জগতে এমন এক আদর্শের প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, যা অনুসরণ করলে মানব জাতির সর্ববিধ মঙ্গল ও উন্নতি হতে পারে। এ দিন প্রতি বছরই আসে। কিন্তু আজকের এ সংকটপূর্ণ যুগসন্ধিক্ষণে এ দিনের গুরুত্ব এত বেশী যে, সমগ্র মানবজাতি সেই মহা-পুরুষের নির্দেশিত পথের সন্ধান লাভের জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। জগত বিখ্যাত দার্শনিক বার্নার্ড'শ বলেছেন ঃ "আজ যদি মুহাম্মাদ দুনিয়ার ডিক্টেটর হতেন তাহলে জগতে পূর্ণ শান্তি বিরাজিত হতো।" মি. বার্নার্ড'শ তাঁর অন্তরাত্মারই প্রতিধ্বনি করেছিলেন কি না জানি না। তবে তাঁর উক্তি যে মোক্ষম সত্য তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। বার্নার্ড'শ অপেক্ষা আর এক ধাপ অগ্রসর হয়ে আমি বলব যে, যদিও হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর ইহজগতে নেই তবুও তাঁর প্রচারিত আদর্শ ও রীতিনীতি শাশ্বত হয়ে আছে। আমরা যদি তাঁর সেই আদর্শ ও রীতিনীতিকে আমাদের কর্মজীবনের ডিক্টেটর বানিয়ে নিই তাহলে যে সমস্ত ফেৎনা ফাসাদ আজ গোটা পৃথিবীকে একটা জাহান্নাম বা নরককুণ্ডে পরিণত করেছে, তাঁর অবসান হয়ে এখানে পূর্ণ শান্তি সম্প্রীতি ও আনন্দের পরিবেশ গড়ে উঠবে।

আজ হতে চৌদ্দশত বছর পূর্বে যখন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়ায় পদার্পণ করেছিলেন,

তখন স্বীয় জন্মভূমি নৈতিক অধঃপতন, উচ্ছৃঙ্খলতা ও অশান্তির চরম সীমায় উপনীত হয়েছিলো। পবিত্র কুরআনের ভাষায় সে সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করা হয়েছে ঃ "হে মুহাম্মাদ! তুমি অগ্নি গহবরের তীরে দণ্ডায়মান ছিলে, এবং আল্লাহ তোমাকে তা হতে রক্ষা করেছেন।"

পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলোর অবস্থাও এ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ছিলো না। ইরান এবং প্রাচ্যের রোম সাম্রাজ্য তৎকালে মানবীয় সভ্যতার দুটি সর্ববৃহৎ উপকেন্দ্র ছিলো। কিন্তু একদিকে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ এবং অপরদিকে সামাজিক বিভেদ, অন্ন সংস্থানের পূর্ণ অব্যবস্থা এবং ধর্মীয় বিবাদ—উভয় রাষ্ট্রকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিলো। এরূপ শোচনীয় অবস্থায় হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবির্ভূত হয়েছিলেন। এবং মাত্র ২৩ বছরের মধ্যেই তিনি শুধু আরব দেশেরই পরিবর্তন সাধন করেননি, বরং তাঁর নেতৃত্বে যে বিপ্লবী আন্দোলন শুরু হয়েছিলো তা মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে পাক-ভারত সীমান্ত হতে উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত পৃথিবীর এক বিরাট ভূখণ্ডের অধিবাসীদের নৈতিক চরিত্র, তামুদ্দুন, জীবিকার্জন প্রণালী, রাজ নীতি মোটকথা জীবনের প্রতিক্ষেত্রে প্রতি বিষয়ের উন্নতি সাধন করেছিলো।

এ বিরাট উন্নতি কি প্রকারে সম্ভব হয়েছিলো ? এ সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে তার সম্যক আলোচনা সম্ভব নয়। আমি শুধু তার মূলনীতিগুলো আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করব।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বিষয়ের প্রতি সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন তা এই যে, মানব কেবলমাত্র এক-অদ্বিতীয় আল্লাহকেই তার সার্বভৌম প্রভু,

মালিক, মাবুদ এবং আইনদাতা হিসাবে মেনে নিবে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব বা আনুগত্য সে করবে না। এ নীতি যে শুধু ধর্মের আনুষ্ঠানিক গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, তাই নয় বরং জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে প্রতি কর্মে আল্লাহ তাআলার বিরাট শক্তি ও কর্তৃত্বের কাছে সদা সর্বদা মস্তক অবনত রাখতে হবে।

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যতম মহান শিক্ষা এই ছিলো যে, মানুষের স্বেচ্ছাচারিতা এবং দায়িত্বহীনতার বিলোপ সাধন করতে হবে। প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। এরূপে সমগ্র মানবজাতিকে, তা বংশ, গোত্র অথবা শ্রেণী হিসাবে হোক আর জাতি, রাজতন্ত্র অথবা শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে হোক, আল্লাহর নিকটে প্রতিটি বিষয়ের জিম্মাদারী ও জবাবদিহির ঝুঁকি নিতে হবে।

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানবের সংজ্ঞা বর্ণনা করে বলেছেন যে, "মানুষ এ পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার খলীফা বা প্রতিনিধি (Vicegerent)। তার যে বিষয়ে যতটুকু কর্মস্বাধীনতা আছে তা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ প্রদত্ত— তার নিজস্ব নয়। এ শক্তি ও স্বাধীনতা প্রয়োগে তাকে আল্লাহর নিকটই দায়ী থাকতে হবে এবং তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

আল্লাহ তাআলার সার্বভৌম কর্তৃত্ব এবং মানুষ কর্তৃক তাঁর প্রতিনিধিত্ব এ মৌলিক ভিত্তির উপরেই হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানবজাতির মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য এবং মিলন সংঘটিত করেছিলেন। এ ছাড়া অন্য কোনো

উপায়ে সে মিলন সম্ভব নয়। সন্তান-সন্ততি, বংশ, ভাষা, বর্ণ, জন্মভূমি এবং জীবিকার্জ্জনের সুবিধা-অসুবিধা প্রভৃতিকে ভিত্তি করে যে সমাজ বা Society গড়ে উঠে তা নিশ্চিতরূপে মানবজাতিকে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও দলে বিভক্ত করে তাদেরকে পরস্পর সংগ্রামশীল করে তোলে। এ সকল দল, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো সময়ে ঐক্য স্থাপিত হলেও তা ক্ষণিকের জন্য এবং বিশেষ স্বার্থের জন্য হয়ে থাকে।

উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগের ফলে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব কোলাহল লেগেই থাকে এবং অশান্তি, অন্যায়, অবিচার দানা বেঁধে উঠে। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআলার সার্বভৌম প্রভুত্ব স্বীকার করে তাঁর আনুগত্য পালনে মতৈক্য স্থাপন এবং প্রতিটি কর্মের জন্য সম্পূর্ণ দায়িত্ববোধই উক্ত দ্বন্দ্ব ও কোলাহল দূরীকরণের একমাত্র উপায় এবং একমাত্র এর দ্বারাই দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সুশাসন ও ন্যায় বিচার।

জাতিপূজা এবং শ্রেণীবাদের পরিবর্তে আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্য ও প্রতিনিধিত্বের ধারণা হৃদয়ে পোষণ করে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বিশ্বজনীন সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন তার প্রতিটি দিক সুদৃঢ় নৈতিক ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিলো। তাঁর নৈতিক শিক্ষা সংসার বিরাগী দরবেশগণের জন্য ছিলো না—ছিলো পৃথিবীর কার্য পরিচালকগণের জন্য। কৃষক, জমিদার, মজুর, কারখানার মালিক, ব্যবসায়ী, ক্রেতা, পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট, জজ, কালেক্টর, সৈনিক, সেনাপতি, মন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত—মোটকথা প্রত্যেককে তিনি স্ব-স্ব কর্তব্যকর্মের গণ্ডির মধ্যে কতকগুলো নৈতিক আইন কানুনের বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছেন। যে সকল আইন-কানুনের গ্রন্থি উন্মোচন ও বন্ধন তার মূলনীতির

গঠন ও বিলোপ সাধন, ব্যক্তি বিশেষের অথবা জনসাধারণের মর্জি মাফিক হতে পারে না।

সামাজিক এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ক, শিল্পকলা, সাহিত্য, ব্যবসায় বাণিজ্য, পারস্পরিক আদান-প্রদান, রাজনীতি, রাষ্ট্রশাসন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, যুদ্ধ ও সন্ধি মোটকথা মানবজীবনের প্রতিটি কাজকর্ম হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন। মানবীয় জীবন ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় নৈতিক চরিত্রের বন্ধনমুক্ত হয়ে প্রসার লাভ করবে তা তিনি কিছুতেই অনুমোদন করেননি।

উপরোক্ত মৌলিক নীতির উপরেই হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সংস্কারমূলক কর্মসূচী রচিত হয়েছিলো। এ কর্মসূচীকে রূপায়িত করার জন্য তিনি যে উপায় অবলম্বন করেছিলেন তার প্রাথমিক স্তর হচ্ছে ব্যক্তিগত সংস্কার-পরিশুদ্ধি। সার্বজনীন সংস্কার-পরিশুদ্ধির চরম রূপায়ণ যে শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিবর্গের উপর নির্ভরশীল সে বিষয়ে তাঁর বিশেষ লক্ষ্য ছিলো। সর্বোৎকৃষ্ট শাসনব্যবস্থাও দুর্বল ও সন্ধিহান চরিত্রের লোকদের নিয়ে পরিচালিত হতে পারে না। ব্যক্তিবর্গের চরিত্রদোষের জন্য শাসন ব্যবস্থার স্তরে স্তরে যে ফাটল ধরে তা বর্ণনাতীত। বিভিন্ন প্রকারের সম্ভাব্য বিশৃংখলা ও ধ্বংস রোধ করার জন্য যত প্রকারের প্রতিরোধ পরিকল্পনাই কাগজে কলমে করা হউক না কেনো সে লিপিবদ্ধ পরিকল্পনা-গুলো কাজে পরিণত করতে হলে ব্যক্তিবর্গের নৈতিক চরিত্রের উপরই নির্ভর করতে হবে। যদি এ সকল ব্যক্তিবর্গ আপন অভিলাষ, ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং পক্ষপাতিত্বের দাস হয়, যদি তারা ঈমানদার ও চরিত্রবান না হয়, তাহলে যত প্রকার

পরিকল্পনাই করা হউক না কেনো তাতে ফাটল ধরে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। শাসন ব্যবস্থার এমন এমন স্তরে সে ফাটল দেখা দিবে যে, তা নির্ণয় করা দুষ্কর হবে। পক্ষান্তরে যে শাসনব্যবস্থা শুধু গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ থাকে তার ত্রুটি বিচ্যুতি সহজেই ধরা পড়ে। কিন্তু উক্ত শাসন ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য যদি বিশ্বস্ত ব্যক্তিবর্গ পাওয়া যায়, তাহলে তার বাস্তবায়নে ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো আশানুরূপভাবে সংশোধিত হবে।

এ মৌলিক ভিত্তির উপরে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কর্মসূচী অনুযায়ী উৎকৃষ্ট পন্থায় পৃথিবীর সংস্কার সাধন করার জন্য চরিত্রবান ব্যক্তিবর্গ গঠন করতে প্রথমে তাঁর সর্বশক্তি নিয়োজিত করে এমন একটি বাহিনী গঠন করলেন যেনো তাঁরা প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর ভয় হৃদয়ে পোষণ করে পাপকার্য হতে বিরত থাকেন। যেনো তাঁরা জীবনের প্রতিক্ষেত্রে প্রতিকর্মের জন্য আল্লাহর নিকটে দায়ী থাকতে পারেন। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের মধ্যে এ মনোভাবের সৃষ্টি করলেন যে, উপরোক্ত কার্যগুলো হতে বিমুখ হলে তাঁরা আল্লাহর বিরাগভাজন হবেন। পক্ষান্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টিবিধানের জন্য তাঁরা আপন প্রিয়বস্তু উৎসর্গ করতে দ্বিধাবোধ করবেন না। তাঁরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকেও ভয়, কারো অনুকম্পার লোভ এবং পুরস্কারের আশা হৃদয়ে পোষণ করবেন না। তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের কোনোই পার্থক্য থাকবে না। জনসাধারণের চোখে তারা যেমন সৎ, অভিজ্ঞাত এবং আল্লাহভীরু প্রতিপন্ন হবেন, আপন গৃহাভ্যন্তরেও তেমনই হবেন। তাঁদের উপর এতটুকু আস্থাস্থাপন করা যাবে যে, যদি জনসাধারণের জানমাল ও মান-সম্মানের রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁদের উপর অর্পিত হয়,

তাহলে তাঁরা বিশ্বাসঘাতক প্রমাণিত হবেন না, নিজের পক্ষ হতে জাতি কিংবা সরকারের পক্ষ হতে কোনো প্রতিশ্রুতি বা চুক্তি করলে তা ভংগ করবেন না। বিচারকের আসনে অধিষ্ঠিত হলে যালেম প্রমাণিত হবেন না। আপন অধিকার লাভে দ্বিধা-বিলম্ব করলেও অপরের অধিকার ও প্রাপ্য মিটিয়ে দিতে কালবিলম্ব করবেন না। আপন প্রতিভা, বুদ্ধিমত্তা দূরদর্শিতা, শক্তি ও যোগ্যতা সুপথে এবং ন্যায়, সুবিচার ও মানব মংগলের জন্যই ব্যয়িত করবেন—ব্যক্তিগত অথবা জাতীয় স্বার্থের জন্য, অপরকে বোকা বানাবার জন্য অথবা অপরের অধিকার হরণ করার জন্য নয়।

পূর্ণ পনের বছর ধরে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ ব্যক্তিবর্গ অর্থাৎ একটি চরিত্রবান সেনাবাহিনী গঠন করতে আত্মনিয়োগ করেন। এ স্বল্পকালের মধ্যে তিনি এমন একটি সত্যনিষ্ঠ ক্ষুদ্র দল গঠন করলেন যে, তাঁরা শুধু আরব কেনো সমগ্র পৃথিবীর সংস্কার সাধনে দৃঢ় সংকল্প হলেন। উক্ত দলে আরব ছাড়া অন্যান্য দেশের লোকও যোগদান করেন।

উক্ত দল বা সেনাবাহিনী সুপ্রতিষ্ঠিত করার পর ব্যাপক-ভাবে সমাজ সংস্কারমূলক কাজে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্মনিয়োগ করলেন এবং মাত্র আট বছরের মধ্যে বার লক্ষ মাইল পরিধি বিস্তৃত এক বিরাট ভূখণ্ডে পরিপূর্ণ নৈতিক, ব্যবহারিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবকে জীবন্ত রেখেছিলেন। অতপর উক্ত বাহিনী আরবের সংস্কার কার্য সমাধা করে সম্মুখে অগ্রসর হলো। আরব দেশে যে বিপ্লব জন্মলাভ করলো তা তৎকালীন সভ্য জগতের অধিকাংশ দেশগুলোতে পরিব্যপ্ত হয়ে পড়লো।

আজ আমরা চারিদিক হতে 'নতুন ব্যবস্থা', 'নতুন ব্যবস্থা' (New order, New order) শ্লোগান শ্রবণ করছি। কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না যে, যে সমস্ত মৌলিক অব্যবস্থা-প্রসূত অন্যায় অনাচার পূর্বতন ব্যবস্থাকে শেষ পর্যন্ত অমংগলকর করে দিলো তাই যদি পুনঃ রূপপরিগ্রহ করে নতুন ব্যবস্থার স্থান লাভ করে তবে তা "নতুন বোতলে পুরাতন মদ" (Old wine in a new bottle) ছাড়া আর কিছুই নয়। তাহলে সত্যিকার নতুন ব্যবস্থা হলো কি ? এও সেই পুরাতন জীর্ণ ব্যবস্থা যার দংশনে আমরা জর্জরিত হয়ে প্রতিষেধক দাবী করছি। মানবের সার্বভৌম কর্তৃত্ব, আল্লাহর অনানুগত্য এবং ভয়হীনতা, জাতীয় বা বংশীয় বিভেদ, রাষ্ট্র, জাতি অথবা কোনো দলের নিছক দলীয় রাজনৈতিক অথবা ব্যবহারিক সংকীর্ণ স্বার্থ, আল্লাহদ্রোহী ব্যক্তিদের শাসন কর্তৃত্ব লাভ প্রভৃতি ব্যাপারেই প্রকৃত অনাচার দানা বেঁধে মানবজাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। আমাদের জীবন ব্যবস্থা যদি ঐ সকল অনাচারের দ্বারা বিষাক্ত হয় তবে তা আমাদেরকে ধ্বংস ও নিস্তনাবুদই করবে।

কয়েক শতাব্দী পূর্বে মানবতার এক মংগলাকাঙ্ক্ষী মহাপুরুষ বিশেষ কতকগুলো মৌলিক নীতির উপরে বিশ্ববাসীকে পথপ্রদর্শন করেই ক্ষান্ত হননি, বরং সেগুলোকে তিনি নিজের জীবদ্দশায় বাস্তবায়িত করে গিয়েছেন। বর্তমানকালে রাষ্ট্রনায়ক ও জাতির কর্ণধারগণ সেই সকল মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি করে কর্মপন্থা অবলম্বন করলেই পৃথিবীর সংস্কার ও মংগল সাধিত হতে পারে।

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্মসূচী

এটি মানব সমাজে সুবিদিত যে, যে দল বা সম্প্রদায় পৃথিবীর আদিমকাল হতে মানব জীবনকে আল্লাহভীরুতা এবং উৎকৃষ্ট চরিত্র গঠন শিক্ষা দেবার জন্য মনোনীত হয়েছিল, আরবের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে দলভুক্তই ছিলেন। আল্লাহর আনুগত্য এবং পূত-পবিত্র চরিত্র গঠনের দীক্ষা আবহমানকাল হতে পৃথিবীর নবীগণ যুগ যুগ ধরে দিয়ে আসছেন। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ও তাই করেছেন। তিনি নতুন কোনো আল্লাহর সন্ধান দেননি। অথবা এমন কোনো পৃথক চরিত্র গঠনের শিক্ষা দান করেননি, যা পূর্ববর্তীগণের শিক্ষা হতে ভিন্ন ছিলো। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রকৃত কর্মসূচী কি ছিলো, যার জন্য তাঁকে মানবতার ইতিহাসে এতখানি গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে ?

এ প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব এই যে, অবশ্যই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পূর্বে মানুষ আল্লাহর অস্তিত্ব এবং একত্ব সম্বন্ধে অবহিত ছিলো। কিন্তু এই দার্শনিক তত্ত্বের সংগে মানব চরিত্রের কি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিলো তা তারা সম্যক উপলব্ধি করতে পারেনি। এতে কোনো সন্দেহ ছিলো না যে, পূর্ববর্তী মানবজাতি চরিত্রের শ্রেষ্ঠ মূলনীতির সাথে পরিচিত ছিলো। কিন্তু এটা সম্পূর্ণরূপে তাদের জানা ছিলো না যে, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেই সমস্ত চারিত্রিক মূলনীতিগুলোকে কেমন করে রূপায়িত করা যায়। আল্লাহর

উপর ঈমান, চারিত্রিক বা নৈতিক মূলনীতি এবং বাস্তব জীবন প্রণালী এ তিনটি স্বতন্ত্র বিষয় ছিলো, যার মধ্যে কোনো যুক্তি তর্কের সূত্র, কোনো গভীর সম্বন্ধ অথবা কোনো ফলপ্রসূ সংযোগ ছিলো না। একমাত্র হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই এ তিনটি বিষয়কে একত্র করে একটি জীবনব্যবস্থার মধ্যে সন্নিবেশিত করলেন। এ তিনের সংমিশ্রণে একটি পূর্ণাংগ তাহযীব ও তামাদ্দুন ব্যবস্থা শুধু খেয়ালী দুনিয়াতেই আবদ্ধ থাকেনি, বরং তিনি তাকে বাস্তব জীবনক্ষেত্রে রূপায়িত করে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

তিনি এ শিক্ষা দান করেছেন যে, আল্লাহর উপর ঈমান শুধু একটা দার্শনিক তত্ত্বের স্বীকৃতি নয়। বরং এটা স্বভাবতই একটা বিশিষ্ট নৈতিক চরিত্রের দাবী করে। উক্ত চরিত্রের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি হতে হবে বাস্তব জীবনের চাল-চলনে, আচার-অনুষ্ঠানে, ফ্যাশন-কায়দায়। ঈমান একটি বীজ সমতুল্য। মানবের অন্তঃকরণে তার বিস্তার লাভ করে এবং আপন স্বভাবসিদ্ধ উপায়ে বাস্তব জীবনে এক বিরাট বৃক্ষের সৃষ্টি হয়। উক্ত বৃক্ষের মূল ও কাণ্ড হতে আরম্ভ করে তার শাখায়-প্রশাখায় এবং পত্র-পল্লবে নৈতিক চরিত্রের রস সঞ্চারিত হয়ে তাদের প্রভাব বিস্তার করে। উক্ত চরিত্র বৃক্ষের লতা-তন্তুগুলো বীজের সূক্ষ্মসূত্র হতেই উদগত হয়। আম বীজ বপন করে লেবু বৃক্ষের আশা পোষণ করা যেমন অবাস্তব! তেমনই কারো অন্তঃকরণে আল্লাহ পুরস্তির বীজ বপন করে এমন আশা করা যায় না যে, তা হতে এক জড়বাদী জীবনব্যবস্থার উন্মেষ হবে, যার ধমনীতে পরিব্যাপ্ত থাকবে চরিত্রহীনতার প্রবৃত্তি প্ররোচনা। আল্লাহভীরুতা হতে উদ্ভূত এবং শিরক ও বৈরাগ্য হতে উদ্ভূত চরিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত মুখী। জীবনের এ সকল

দৃষ্টিভংগীর স্বতন্ত্র প্রকৃতি আছে এবং প্রত্যেক প্রকৃতি পৃথক পৃথক চরিত্র গঠনে প্রবৃত্ত হয়। আবার যে চরিত্র আল্লাহভীরুতা হতে উদ্ভূত তা কেবলমাত্র একদল নিষ্ঠাবান ধর্মভীরু লোকের জন্য সংরক্ষিত নয় যে, উক্ত চরিত্রের বিকাশ শুধু তাদের খানকার চতুঃসীমা এবং নিভৃত হুজরাখানার মধ্যেই হতে থাকবে। তার প্রয়োগ ব্যাপকভাবে হতে হবে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে। যদি একজন ব্যবসায়ী আল্লাহপুরস্ত হন, তাহলে তাঁর ব্যবসায়ের মধ্যে আল্লাহভীরুতার অভাব কখনো হবে না। কোনো বিচারক আল্লাহভীরু হলে তাঁর এজলাসে এবং পুলিশের মধ্যে আল্লাহভীতি থাকলে তাঁর কর্মক্ষেত্রে কখনো ধর্মহীনতা প্রকাশিত হবে না। এরূপ যদি কোনো কওম আল্লাহভীরু হয়, তবে তার নাগরিক জীবনে, তার রাষ্ট্র পরিচালনায়, তার বৈদেশিক নীতিতে এবং সন্ধি ও যুদ্ধ বিগ্রহাদিতে আল্লাহভীরু চরিত্র প্রকাশিত হওয়া একান্ত স্বাভাবিক, নতুবা আল্লাহর উপর ঈমান এক অর্থহীন বস্তু হয়ে পড়বে।

এখন কথা হচ্ছে যে, আল্লাহপুরস্তি কোন্ ধরনের চরিত্রের দাবী করে? এবং সেই চরিত্রের বিকাশ মানবের বাস্তব জীবনে, ব্যক্তিগত এবং সামাজিক রীতিনীতিতে কিভাবে সম্ভব হতে পারে? এটা অত্যন্ত ব্যাপক একটি বিষয়, যা এ ক্ষুদ্র পুস্তিকায় সম্যক আলোচনা সম্ভব নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কয়েকটি উপদেশ বাণীর উল্লেখ করছি, যার দ্বারা বুঝতে পারা যাবে যে, তাঁর নির্দেশিত জীবনব্যবস্থায় ঈমান, আখলাক এবং আমলের (রূপায়ণের) সংমিশ্রণ কি প্রকারে সম্ভব হতে পারে।

হাদীস

اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ شُعْبَةً اَفْضَلُهَا قَوْلُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ ـ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ ـ

"ঈমানের বহু শাখা-প্রশাখা আছে। তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এই যে, তুমি আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও ইলাহ স্বীকার করবে না। ঈমানের সর্বনিম্ন শাখা এই যে, রাস্তায় পথিকের কষ্টদায়ক কোনো কণ্টক পড়ে থাকতে দেখলে তা অপসারণ করবে। লজ্জাশীলতাও ঈমানের একটি শাখা।"

اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ ـ

"শরীর ও পোশাকের পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।"

اَلْمُؤْمِنُ مَنْ اَمِنَهُ النَّاسَ عَلٰى دِمَائِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ ـ

"মু'মিন ঐ ব্যক্তি যার দরুন কারো জানমালের আশংকা হয় না।"

لاَ اِيْمَانَ لِمَنْ لاَّ اَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَعَهْدَ لَهُ ـ

"যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই এবং যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা ভংগ করে, সে ধর্মহীন।"

اِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَائَتْكَ سَيِّئَاتُكَ فَاَنْتَ مُؤْمِنٌ ـ

"যদি পুণ্যকাজে তোমার আত্মতৃপ্তি এবং পাপকাজে অনুশোচনা হয় তবে তুমি একজন মু'মিন।"

اَلْاِيْمَانُ اَلصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ

"ধৈর্যশীলতা এবং উদারতার নাম ঈমান।"

اَفْضَلُ الْاِيْمَانِ اَنْ تُحِبُّ لِلّٰهِ وَتَبْغُضُ لِلّٰهِ وَتَعْمَلُ لِسَانَكَ فِى اللّٰهِ وَاَنْ تُحِبُّ لِلنَّاسِ مَاتُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَاتَكْرَهُ لِنَفْسِكَ۔

"সর্বোৎকৃষ্ট ঈমানের পরিচয় এই যে, তোমার বন্ধুত্ব এবং শত্রুতা আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য হবে ; তোমার রসনায় আল্লাহর যিকির জারী থাকবে, নিজের জন্য যা গ্রহণীয় মনে করবে, তা অপরের জন্যও করবে এবং নিজের জন্য যা অনভিপ্রেত মনে করবে, অপরের জন্যও তাই মনে করবে।"

اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَاَلْطَفُهُمْ بِاَهْلِهٖ۔

"তোমাদের মধ্যে পরিপূর্ণ ঈমানদার ঐ ব্যক্তি, যার চরিত্র সর্বোৎকৃষ্ট এবং যে ব্যক্তি আপন আপন পরিবারবর্গের সাথে সকলের চেয়ে ভালো ব্যবহার করে।"

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهٗ ـ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهٗ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ۔

"যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং পরকালের উপর বিশ্বাস রাখে তার উচিত অতিথির সম্মান করা এবং প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়া। হয় সে উত্তম কথা বলবে নচেৎ মৌনতা অবলম্বন করবে।"

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا بِاللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِىْ۔

"মু'মিন ব্যক্তি কখনো বিদ্রূপকারী, অভিসম্পাতকারী, অশ্লীলভাষী এবং প্রগলভ হতে পারে না।"

يَطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِصَالِ كُلِّهَا اِلاَّ الْخِيَانَةَ وَالْكِذْبَ ـ

"একজন মু'মিন সবকিছু হতে পারে ; কিন্তু আত্মসাৎকারী এবং মিথ্যাবাদী হতে পারে না।"

وَاللّٰهِ لاَيُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لاَيُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لاَيُؤْمِنُ الَّذِىْ لاَيَاْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ ـ

"আল্লাহর কসম ঐ ব্যক্তি মু'মিন নয়, আল্লাহর কসম ঐ ব্যক্তি মু'মিন নয়, আল্লাহর কসম ঐ ব্যক্তি মু'মিন নয়, যার দৌরাত্ম্যে তার প্রতিবেশী শান্তিতে থাকতে পারে না।"

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِىْ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ اِلٰى جَنْبِهِ ـ

"যদি কেউ পরিতৃপ্ত হয়ে ভোজন করে এবং তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে তবে সে ঈমানদার হতে পারে না।"

مَنْ كَظَمَ غَيْضًا وَّيَقْدِرُ عَلٰى اَنْ يَّنفُذَهُ مَلاَ اللّٰهُ قَلْبَهُ اَمْنًا وَّاِيْمٰنًا ـ

"ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হবার পর যদি কেউ তা নির্বাপিত করে, তবে আল্লাহ্ তার অন্তর ঈমান এবং আত্মতৃপ্তি দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেন।"

مَنْ مَشٰى مَعَ ظَالِمٍ لِيَقْوِيَهُ وَهُوَ يَعلَمُ اَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْاِسْلاَمِ ـ

"জ্ঞাতসারে যে ব্যক্তি কোনো যালিমের সহযোগিতা করে, সে ইসলাম হতে বহির্গত হয়ে যায়।"

مَنْ صَلَّى يُرَائِىْ فَقَدْ اَشْرَكَ مَنْ صَامَ يُرَائِىْ فَقَدْ اَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِىْ فَقَدْ اَشْرَكَ ـ

"যে ব্যক্তি অপরকে দেখাবার জন্য নামায আদায় করলো, সে শিরক করলো। যে ব্যক্তি অপরকে দেখাবার জন্য রোযা রাখলো, সে শিরক করলো এবং যে ব্যক্তি অপরকে দেখাবার জন্য দান করলো, সে শিরক করলো।"

اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ـ اِذَا ائْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ ـ

"চারটি বিষয় যার মধ্যে পাওয়া যাবে সে পূর্ণ মুনাফিক হবে। (১) বিশ্বাস করে কিছু তার নিকটে গচ্ছিত রাখলে, সে তা আত্মসাৎ করে, (২) কথোপকথনে মিথ্যা বলে, (৩) প্রতিজ্ঞা ভংগ করে এবং (৪) তর্কবিতর্কে শরীআতের সীমা অতিক্রম করে।"

عَدَلَتْ الشَّهَادَةِ الزُّوْرِ بِاِشْرَاكِ بِاللّٰهِ ـ

"মিথ্যা সাক্ষ্যদান এতবড় গোনাহ যে, তা প্রায় শিরকের সমতুল্য।"

اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهٗ فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ ـ

"প্রকৃত মুজাহিদ ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহর আদেশ পালনের জন্য স্বীয় প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করে। প্রকৃত মুহাজির ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহর নিষিদ্ধ কার্যাবলী হতে দূরে থাকে।"

২—

اَتَدْرُوْنَ مَنِ السَّابِقُوْنَ اِلٰى ظِلِّ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالُوْا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ ـ قَالَ اَلَّذِيْنَ اِذَا اُعْطُوا الْحَقَّ قَبِلُوْهُ وَاِذَا سُئِلُوْهُ بَذَلُوْهُ وَحَكَمُوْا لِلنَّاسِ كَحُكْمِهِمْ لاَنْفُسِهِمْ ـ

"তোমরা কি জানো কিয়ামতের দিনে মহিমান্বিত আল্লাহ্ তাআলার আরশের ছায়ার নীচে সর্বপ্রথম কারা স্থান লাভ করবে ? সাহাবায়ে কেরাম তদুত্তরে বললেন, "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই এ বিষয়ে অধিকতর পরিজ্ঞাত। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ঐ সমস্ত লোক, যারা তাদের সম্মুখে সত্যসনাতন দীন অথবা মতাদর্শ উপস্থাপিত করা হলে তা গ্রহণ করে ; তাদের নিকট কোনো অধিকার দাবী করা হলে তারা তা সর্বান্তকরণে গ্রহণ করে এবং যারা অন্যের ব্যাপারে তাই সিদ্ধান্ত করে যা নিজের জন্য করে।"

اَضْمِنُوْا لِىْ سِتًّا مِنْ نَفْسِكُمْ اَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ اَصْدُقُوْا اِذَا حَدَّثْتُمْ وَاَوْفُوْا اِذَا وَعَدْتُمْ وَاَدُّوْا اِذَا ائْتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ وَغُضُّوْا اَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوْا اَيْدِيَكُمْ ـ

"তোমরা ছয়টি বিষয়ের যামানত আমাকে দাও; আমি তোমাদেরকে জান্নাতের যামানত দিচ্ছি ঃ ১. যখন কথা বলবে সত্য কথা বলবে, ২. প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবে, ৩. আমানত পরিশোধ করবে, ৪. ব্যভিচার হতে দূরে থাকবে, ৫. কুদৃষ্টি হতে বিরত থাকবে এবং ৬. অত্যাচার হতে হস্তদ্বয়কে সংযত রাখবে।"

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبٌّ وَّلَا بَخِيْلٌ وَّلَا مَنَّانٌ -

"প্রতারক, কৃপণ এবং উপকার করে তা প্রচারকারী কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ فَالنَّارُ اَوْلٰى بِهٖ -

"হারাম খাদ্য হতে বর্ধিত গোশ্‌ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। কারণ হারাম খাদ্যে পুষ্ট দেহের জন্য জাহান্নামই উপযুক্ত স্থান।"

مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُنَبِّهُ لَمْ يَزَلْ فِىْ مَقْتِ اللّٰهِ وَلَمْ تَزَلِ الْمَلٰئِكَةُ تَلْعَنُهُ -

"যে ব্যক্তি তার দোষযুক্ত পণ্যদ্রব্য ক্রেতাকে অবহিত না করে বিক্রয় করে, তার উপর আল্লাহর ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় এবং ফেরেশতাগণ তার উপর সর্বদা অভিসম্পাত করতে থাকে।"

لَوْ اَنَّ رَجُلاً قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ عَاشَ ثُمَّ قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ عَاشَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَقْضِىَ دَيْنَهُ -

"কোনো ব্যক্তি যতবারই আল্লাহর পথে শহীদ হউক এবং যতবারই পুনর্জীবন লাভ করে পুনর্বার শহীদ হউক না কেনো, যদি সে তার ঋণ পরিশোধ না করে থাকে, সে কোনোক্রমেই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"

اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْاَةَ بِطَاعَةِ اللّٰهِ بِسِتِّيْنَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُ هُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ ـ

"যদি কোনো নারী-পুরুষ ষাট বছর আল্লাহর ইবাদাত করার পর মৃত্যুকালে কোনো অসিয়তের দ্বারা অপরের হক নষ্ট করে যায়, তা হলে উভয়ের জন্য জাহান্নাম অবশ্যম্ভাবী হবে।"

لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ ـ

"যে তার অধীনস্থ কর্মচারীর প্রতি মন্দ আচরণের সাথে কর্তৃত্ব করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"

اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِاَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالصَّلٰوةِ ؟ اِصْلاَحُ ذَاتُ الْبَيْنِ ـ وَاِفْسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَهِ ـ

"আমি কি তোমাদেরকে বলবো, রোযা, দান-খয়রাত এবং নামায হতে উৎকৃষ্ট কি ? তা হচ্ছে বিবাদের সময় সন্ধিস্থাপন করা। পক্ষান্তরে পারস্পরিক সংসর্গে কোনো কোন্দল সৃষ্টি করা এমন কার্য যে, তা জীবনের যাবতীয় পুণ্য কাজকে বিনষ্ট করে ফেলে।"

اِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ اُمَّتِىْ مَنْ يَّاتِىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِصَلٰوةٍ وَّصِيَامٍ وَّزَكواةٍ وَيَاتِىْ قَدْ شَتَمَ هٰذَا وَقَذَفَ هٰذَا وَاَكَلَ مَالَ هٰذَا وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا وَضَرَبَ هٰذَا فَيُعْطٰى هٰذَا مِن حَسَنَاتِهٖ وَهٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهٖ فَاِنْ

فَنَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ اَنْ يُقْضٰى مَا عَلَيْهِ اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ۔

"আমার উম্মতগণের মধ্যে নিঃস্ব ঐ ব্যক্তি, যে কেয়ামতের দিনে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার সংগে নামায, রোযা, যাকাত প্রভৃতি সবকিছুই থাকবে কিন্তু সে কাউকে দুনিয়াতে কটুভাষা প্রয়োগ করে আসবে, কারো মিথ্যা অপবাদ প্রচার করে আসবে, কারো ধন আত্মসাৎ করে আসবে অথবা কাউকেও বা আঘাত করে আসবে। অতপর আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির পুণ্যগুলো ঐ সমস্ত উৎপীড়িতের মধ্যে বণ্টন করতে থাকবেন। এতদসত্ত্বেও তার কৃতকর্মের ঋণ পরিশোধ হবে না। তখন উৎপীড়িতদের পাপকার্যাবলী তার উপর চাপান হবে এবং ফলে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"

لَنْ يَّهْلِكَ النَّاسُ حَتّٰى يَعْذِرُوْا مِنْ اَنْفُسِهِمْ۔

"পাপের সংখ্যা বর্ধিত করে আত্মতুষ্টি লাভ না করলে কেউ পারলৌকিক নাজাত হতে বঞ্চিত হবে না।"

اَلْمُحْتَكِرُ مَلْعُوْنٌ۔

"যে ব্যবসায়ী মূল্য বৃদ্ধির জন্য পণ্যদ্রব্য গুদামজাত করে রাখে, সে অভিশপ্ত।"

مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا يُرِيْدُ بِهِ الْغَلَاءَ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللّٰهِ وَبَرِئَ اللّٰهُ مِنْهُ۔

"মূল্য বর্ধিত করার মানসে যদি তার পণ্যদ্রব্য চল্লিশ দিন গুদামজাত করে রাখে তবে আল্লাহর সাথে তার এবং তার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।"

مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهٖ لَمْ يَكُنْ لَّهُ كَفَّارَةً -

"চল্লিশ দিন পণ্যদ্রব্য আবদ্ধ রাখার পর যদি কেউ তা দান করেও দেয়, তবুও তার এ অপরাধ ক্ষমা করা হবে না।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসংখ্য উপদেশবাণী হতে দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে যৎকিঞ্চিত বর্ণনা করা হলো। এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈমান হতে আখলাক এবং আখলাক হতে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রের মধ্যে কেমন এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপন করে গেছেন। ইতিহাস আলোচনা করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে যে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সমস্ত নীতিবাক্যকে শুধু বাক্যতেই সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং বাস্তব ক্ষেত্রে একটা পূর্ণ রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা, তামাদ্দুন এবং রাজনৈতিক ও নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। এটাই ছিলো তার কর্মসূচী যার উপর ভিত্তি করে তিনি মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা ও পথপ্রদর্শক বলে পরিগণিত হন।

মে'রাজ

সাধারণ বর্ণনা মতে ২৭শে রজবের রাতেই মে'রাজ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের এক অতীব বিশিষ্ট ও প্রসিদ্ধ ঘটনা এ মে'রাজ। কিন্তু মে'রাজের ঘটনাটি যতখানি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে এর বর্ণনায় ততখানি কল্পনার রং দেয়া হয়েছে। সাধারণ লোক অলীক ঘটনা শ্রবণ করতে ভালোবাসে এবং এতেই তাদের আত্মতৃপ্তি লাভ হয়ে থাকে। এ কারণে মে'রাজের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা এবং পরিণাম ফলের দিকে তারা মোটেই লক্ষ্য রাখে না। ফলে মে'রাজের আলোচ্য বিষয় এই হয়ে পড়েছে যে, মে'রাজ সম্পন্ন হয়েছিলো সশরীরে না আত্মিকভাবে, বোরাক কি প্রকারের জীব ছিলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাত ও জাহান্নামের কিরূপ অবস্থা দর্শন করেছিলেন, ফেরেশতাগণের আকৃতি কিরূপ ছিলো ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে মানবীয় ইতিহাসে যে সমস্ত ঘটনা কালের গতিকে পরিবর্তন করেছে এবং ইতিহাসে স্বীয় প্রভাব প্রতিফলিত করে রেখেছে মে'রাজ তার মধ্যে অন্যতম ঘটনা। এর প্রকৃত গুরুত্ব বর্ণনা বৈচিত্র নয় বরং উদ্দেশ্য ও শেষ পরিণাম ফলের মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

প্রকৃত ঘটনা এই যে, এ মানব অধ্যুষিত ভূজগত আল্লাহ তাআলার বিশাল সাম্রাজ্যের একটি অংশ মাত্র। পার্থিব রাষ্ট্রসমূহ তাদের অধিকৃত দেশগুলোতে আপন আপন গভর্নর (ভাইসরয়) প্রেরণ করে থাকে। অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলাও যে সমস্ত নবী এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন তাঁদেরকেও তদ্রূপ মনে করতে হবে। তবে একদিক দিয়ে এদের মধ্যে

আবার বিরাট পার্থক্যও রয়েছে। পার্থিব রাষ্ট্রসমূহের গভর্নর (ভাইসরয়) শুধু দেশের শাসনের নিমিত্তেই নিযুক্ত হয়ে থাকে। কিন্তু বিশ্বজগতের শাহানশাহ্ তাঁর গভর্নর এজন্য নিযুক্ত করেন যে, তাঁরা সত্যিকার তাহজিব, নিখুঁত চরিত্র, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও এটা প্রয়োগ করার পদ্ধতির মূলনীতিগুলো শিক্ষা দিবেন। এ সমস্ত মূলনীতি বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া জ্যোতিঃস্তম্ভের ন্যায় মানব জীবনের রাজপথগুলোকে আলোকে উদ্ভাসিত করে সুষ্ঠু সরল ও মংগলকর জীবনব্যবস্থার সন্ধান দেয়। উভয় প্রকারের গভর্নর অর্থাৎ প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আবার এক প্রকারের সাদৃশ্যও রয়েছে। পার্থিব রাষ্ট্রগুলো এমন ব্যক্তির উপরই দেশ শাসনের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করে, যে সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসভাজন হয়। রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থা কিভাবে এবং কোন্ নীতির উপরে পরিচালিত হচ্ছে তা ভালোরূপে পরিজ্ঞাত হবার সুযোগ-সুবিধা তাকে দেয়া হয়। যে সমস্ত গোপনীয় বিষয় ও তথ্যাবলী (Confidential) জনসাধারণ্যে প্রচার করা হয় না, তাও তার গোচরীভূত করা হয়। আল্লাহ্ তাআলার সাম্রাজ্যের অবস্থাও তদ্রূপ। অনুরূপভাবে তিনি অতি বিশ্বাসভাজন লোকদেরকেই নবী-রাসূলের পদমর্যাদায় ভূষিত করেন। তাঁরা যখন উক্ত দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হন তখন আল্লাহ্ তাআলা তাঁর ও বিশাল সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থার স্বরূপ তাদের নিকট উদঘাটন করেন। মানুষ সাধারণ সৃষ্টিজগতের যেসব গোপন রহস্য ও তথ্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত তা নবীদের গোচরীভূত করা হয়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে আকাশ জগত ও পৃথিবীর মালাকুত অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ শাসন-শৃংখলা প্রদর্শন করা হয়েছিলো।

আল্লাহ বলেন—

وَكَذٰلِكَ نُرِىٓ اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ـ الانعام : ٧٥

"ইবরাহীমকে আমরা এমনিভাবেই যমীন ও আসমানের সাম্রাজ্য-ব্যবস্থা দেখিয়েছিলাম।"—সূরা আনআম ঃ ৭৫

আল্লাহ তাআলা কিরূপে মৃতকে জীবিত করেন তাও তাঁকে স্বচক্ষে দেখার সুযোগ দেয়া হয়েছিলো।

وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْىِ الْمَوْتٰى ط ـ البقرة : ٢٦٠

"যখন ইবরাহীম বলেছিল, হে প্রভু! আমাকে দেখিয়ে দাও তুমি মৃতকে কেমন করে পুনর্জ্জীবিত কর।"

—সূরা আল বাকারা ঃ ২৬০

তুর পর্বতের উপরে হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ প্রদত্ত এক অপূর্ব জ্যোতি প্রদর্শন করা হয়েছিলো। অতপর আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী কিরূপে পৃথিবী পরিচালিত হচ্ছে, তা দর্শন করতঃ জ্ঞান লাভ করার জন্য তাঁকে জনৈক ব্যক্তি বিশেষের [হযরত খিজির আলাইহিস সালাম] সাথে কিছুকাল ভ্রমণ করতে হয়েছিলো।

এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন—

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ○ ـ الكهف : ٦٥

"আর সেখানে তারা আমাদের বান্দাদের মধ্য থেকে একজন বান্দাকে পেল, যাকে আমরা আপন রহমত দিয়ে ধন্য করেছিলাম এবং নিজেদের তরফ হতে এক বিশেষ ইলমও দান করেছিলাম।"—সূরা আল কাহাফ ঃ ৬৫

আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরও এ ধরনের কিছু অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছিলো। কখনো তিনি আল্লাহর সান্নিধ্য লাভকারী ফেরেশতাকে দিগ্বলয়ে প্রকাশ্যে দেখেছেন।

وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ۝- التكوير : ٢٣

"সে সেই পয়গামবাহককে উজ্জ্বল দিগন্তে দেখেছে।"

—সূরা তাকবীর ঃ ২৩

কখনো আবার সেই ফেরেশতা তাঁর এত নিকটবর্তী হয়েছেন যে, উভয়ের মধ্যে সামান্য মাত্র ব্যবধানও ছিলো না। আবার এক সময়ে সেই ফেরেশতাকে তিনি ছিদরাতুল মুনতাহা অর্থাৎ জড় জগতের শেষ উর্ধ সীমান্তে দেখতে পেয়েছেন এবং সেখানে তিনি আল্লাহ তাআলার মহান নিদর্শনসমূহ দর্শন করেছেন।

وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى ط - النجم : ٧

"যখন সে উচ্চতর দিগন্তে অবস্থিত ছিল।"

—সূরা আন নাজম ঃ ৭

لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى۝- النجم : ١٨

"আর সে তার আল্লাহর বড় বড় নিদর্শনাদি দেখেছে।"

—সূরা আন নাজম ঃ ১৮

এ ধরনের এক প্রকার অভিজ্ঞতাই মে'রাজ। শুধু ভ্রমণ ও আল্লাহর নিদর্শনাবলী পরিদর্শনই মে'রাজ নয় বরং এটা এমন পরিস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়, যখন নবীকে বিশেষ কোনো কাজের জন্য আল্লাহর সান্নিধ্যে আহবান করা হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ প্রদান করা হয়। যখন হযরত মূসা আলাইহিস

সালামকে সীনাই উপত্যকায় আহবান করে তাঁকে দ্বাদশ ধর্মোপদেশ (Twelve Commandments) প্রদান করা হয়, তখন সেটিই ছিলো তাঁর মে'রাজ। উপরন্তু মিসর গমন করতঃ ফেরাউনকে তাঁর রাষ্ট্র পরিচালনায় আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী সংস্কার সাধন করার জন্য আহবান করতে তিনি আদিষ্ট হন। এরূপ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের মে'রাজ ঐ ঘটনাকেই বলা যায়, যখন তিনি সমস্ত রাত পর্বতোপরি কাটিয়ে দিলেন এবং গাত্রোত্থান করে দ্বাদশ ব্যক্তিকে ধর্মপ্রচারে নিযুক্ত করেন। অতপর তিনি এমন এক ধর্মোপদেশ দান করলেন যা পর্বতোপরি ধর্মোপদেশ (Sermon on the Mount) নামে অভিহিত। এরূপ এক বিশেষ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর সন্নিধানে আহবান করা হয়েছিলো।

এটা তখনকার ঘটনা ছিলো যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রচারকার্য প্রায় বার বছর অতিবাহিত করেছিলেন। হেজাজের অধিকাংশ গোত্র এবং আবিসিনিয়া দেশে তাঁর আহ্বানবাণী পৌছেছিলো। তাঁর এ বিপ্লবী আন্দোলন প্রথম পর্যায় অতিক্রম করে দ্বিতীয় পর্যায়ে পদার্পণ করেছিলো। দ্বিতীয় পর্যায় অর্থে এটাই বলা হচ্ছে যে, তখন এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মক্কার প্রতিকূল পরিবেশ পরিত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করতে হয়েছিলো। সেখানে তাঁর দাওয়াতের সাফল্যের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিলো। এ দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁর কার্য সুদূরপ্রসারী হয়েছিলো। হেজাজ এবং আরব ছাড়া পার্শ্ববর্তী অন্যান্য জাতিসমূহের সংস্পর্শে এসে ইসলামী আন্দোলন একটি রাষ্ট্রে রূপায়িত হতে

চলেছিলো। এ কারণে সৃষ্টি জগতের সম্রাট তদ্রূপ গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে এক নতুন ঘোষণা পত্র (Manifesto) এবং নতুন উপদেশ দান করার জন্য তাঁর সন্নিধানে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আহ্বান জানালেন।

এ আহবানে আল্লাহর সন্নিকটবর্তী হওয়ার নামই মে'রাজ। উর্ধ জগতের এ অলৌকিক ভ্রমণ হিজরতের প্রায় এক বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিলো। এ ভ্রমণের আনুসংগিক ঘটনাবলী বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যথা—বায়তুল মুকাদ্দাসে উপনীত হবার পর নামায সমাধা করা, আকাশের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করা, পূর্ববর্তী নবীগণের সাথে মিলিত হওয়া এবং অবশেষে শেষ গন্তব্যস্থানে উপনীত হওয়া। কিন্তু কুরআন মজীদ আনুসংগিক বিষয়গুলো পরিহার করে সর্বদা মে'রাজের প্রকৃত উদ্দেশ্যের মধ্যে তার বর্ণনা সীমাবদ্ধ রেখেছে। এজন্য তাতে মে'রাজের অবস্থা বর্ণিত হয়নি। পক্ষান্তরে যে মহান উদ্দেশ্যের জন্য হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমন্ত্রিত হয়েছিলেন তারই বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কুরআনে সূরা বনী ইসরাঈলে এর বিবরণ পাওয়া যায়, এটা আবার দুই অংশে বিভক্ত।

প্রথমাংশে প্রথমত, মক্কাবাসীকে এই বলে চরম প্রস্তাব (Ultimatum) দেয়া হয় যে, যদি তাদের দৌরাত্ম্যে আল্লাহর নবী স্বদেশভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হন তা হলে তারা অধিককাল মক্কায় অবস্থান করতে পারবে না।

وَاِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْاَرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا وَاِذًا لَّايَلْبَثُوْنَ خِلٰفَكَ اِلاَّ قَلِيْلاً - بنى اسرائيل :٧٦

"আর এই লোকেরা এটাও করতে চাই যে, তোমাকে এ যমীন থেকে উপড়িয়ে ফেলবে আর তোমাকে এখান থেকে বহিষ্কার করবে। কিন্তু তারা যদি এরূপ করে তাহলে তোমার পরে এরা নিজেরা এখানে খুব বেশীক্ষণ টিকতে পারবে না।"–সূরা বনী ইসরাঈল : ৭৬

দ্বিতীয়ত, আল্লাহর নবীকে অচিরেই মদীনায় যে সমস্ত বনী ইসরাঈলের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসতে হয়েছিলো তাদের প্রতি এরূপ সতর্কবাণী ঘোষিত হলো, তোমরা তোমাদের জাতীয় ইতিহাসে দুবার প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছ এবং একটি সুবর্ণ সুযোগও নষ্ট করেছো এবার তোমাদের তৃতীয় এবং সর্বশেষ সুবর্ণ সুযোগ এসেছে।

عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ ع – بنى اسرائيل : ٨

"তোমাদের রব হয়তো এখন তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।"
–সূরা বনী ইসরাঈল : ৮

দ্বিতীয় অংশে তাঁকে এমন কতকগুলো মৌলিক নীতি শিক্ষা দেয়া হলো, যাকে ভিত্তি করে মানবীয় তামাদ্দুন ও চরিত্র গঠিত হতে পারে। এটা চৌদ্দ দফায় পূর্ণ ছিলো :

১. আনুগত্য, দাসত্ব, স্তুতি একমাত্র আল্লাহ তাআলার প্রাপ্য। তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্বে (Sovereignty) অন্য কারো কণামাত্র কোনো অধিকার স্বীকার চলবে না।

২. তামাদ্দুনিক বিষয়ে পারিবারিক ব্যবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করতে হবে। সন্তান পিতা-মাতার অনুগত ও সেবক হবে। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য সহানুভূতি থাকতে হবে।

৩. সমাজে যারা বিত্তহীন ও অসমর্থ বাস্তুহারা এবং সাহায্যের মুখাপেক্ষী তাদের অবহেলা করা চলবে না।

৪. অর্থের অপচয় করা চলবে না। যারা তাদের অর্থ অসদুপায়ে ব্যয় করে তারা শয়তানের সমতুল্য।

৫. মানুষকে মিতব্যয়িতা অবলম্বন করতে হবে, যেনো তার ব্যয়বাহুল্য দ্বারা নিজের এবং অপরের সর্বনাশ ডেকে না আনে এবং কার্পণ্য করে অর্থ সঞ্চয় না করে।

৬. রিযিক বন্টনের যে স্বাভাবিক ব্যবস্থা আল্লাহ্ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, মানুষ যেনো তাতে হস্তক্ষেপ না করে। কারণ আল্লাহ তাআলা তাঁর ব্যবস্থাপনার পরিণামদর্শিতা সম্পর্কে অধিকতর পরিজ্ঞাত।

৭. সাংসারিক অভাব অনটনের আশংকায় সন্তান-সন্ততির হত্যা সাধন বা জন্মনিয়ন্ত্রণ করা চলবে না। বর্তমান সন্তান-সন্ততির জীবিকার ব্যবস্থা যেভাবে আল্লাহ্ করছেন ভবিষ্যত বংশধরগণেরও তদ্রূপভাবেই করবেন।

৮. কামরিপু চরিতার্থে ব্যভিচার অতি গর্হিত কার্য। অতএব শুধু ব্যভিচার হতে বিরত থাকলেই চলবে না, এর সকল প্রকার সম্ভাব্য পথ ও উপায়-উপাদানকে রুদ্ধ ও বিলুপ্ত করতে হবে।

৯. মানুষের প্রাণ হরণ আল্লাহ্ নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। অতএব আল্লাহর নির্দিষ্ট বিধান ছাড়া অন্য কোনো কারণে কারো রক্তপাত করা চলবে না। কেউ আত্মঘাতি অথবা নরহন্তা হতে পারবে না।

১০. ইয়াতীমের সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। যতদিন পর্যন্ত তারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে না শিখবে ততদিন তাদের অধিকার অক্ষুণ্ন রাখতে হবে।

১১. প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে হবে। মানুষকে তার প্রতিটি প্রতিশ্রুতির জন্য আল্লাহর নিকটে জবাবদিহি করতে হবে।

১২. ব্যবসায়ে সঠিকভাবে পরিমাপ করতে হবে এবং নির্ভুল পরিমাপ যন্ত্র রাখতে হবে।

১৩. তোমার যে বিষয়ে জ্ঞান নেই, তার অনুসরণ করো না। কারণ মানুষকে যতটুকু কর্মশক্তি দান করা হয়েছে, আল্লাহর নিকট তার পুংখানুপুংখ জবাবদিহি করতে হবে।

১৪. আত্মম্ভরিতা ও অহংকারের সাথে পদচারণ করো না। কারণ তোমার অহংকার পৃথিবীকে বিদীর্ণ করবে না এবং তুমি আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর হতে পারবে না।

মে'রাজে উপরোক্ত চৌদ্দ দফা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরে আরোপিত করা হয়েছিলো। এটা শুধুমাত্র কতকগুলো নৈতিক শিক্ষাদানের নিমিত্তেই প্রদত্ত হয়নি, বরং এটা একটি কর্মসূচী ছিলো। যার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে আদর্শ সমাজ গঠিত হতে পারে। এ সমস্ত সদুপদেশ এমন সময়ে দান করা হয়েছিলো যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইসলামী আন্দোলন নিছক একটা প্রচার কার্যের পর্যায় অতিক্রম করে একটি রাষ্ট্র এবং রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের পর্যায়ে উপনীত হয়েছিলো। অতএব এটা এমন একটি 'মেনিফেস্টো' ছিলো, যার মধ্যে উক্ত মৌলিক নীতির ভিত্তিতে একটি তামাদ্দুনিক শাসনব্যবস্থা কায়েম করার জন্য নবীকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। সে জন্য মে'রাজে এ চৌদ্দ দফা আরোপিত করার পর আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মুসলমানের উপর দৈনিক পাঁচবার নামায ফরয করে দিয়েছেন।

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ط

اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ○- بنى اسرئيل : ٧٨

"নামায কায়েম করো সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার সময় থেকে রাতের অন্ধকার আচ্ছন্ন হওয়ার সময় পর্যন্ত। আর ফজরের কুরআন পাঠের স্থায়ী নীতি অবলম্বন করো, কেননা ফজরের কুরআনে উপস্থিত থাকা হয়।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭৮

যারা এ কার্যসূচীকে বাস্তবায়িত করবে, তাদের একটা তীব্র নৈতিক অনুপ্রেরণার সঞ্চার হবে। তারা আল্লাহর আনুগত্য পালনে অমনোযোগী হবে না। সর্বদা তাদের মনে এ কথাই জাগরুক থাকবে যে, তারা আপন ইচ্ছাধীন নয় বরং তাদের আদেশকর্তা প্রভু একমাত্র আল্লাহ তাআলা এবং একমাত্র তাঁরই সম্মুখে তাদের প্রতিটি কাজের হিসাব দিতে হবে।

সমাপ্ত